Radio Serial Script 22 - Rain Water Harvesting

গবেষণা, রচনা ও বেতার নাট্যরূপঃ সায়েন্স কমিউনিকেটরস ফোরাম – এর পক্ষে

সপ্তর্ষি রায় বর্ধন

চরিত্র

শঙ্কর দলুই – বিজ্ঞানের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয়।

নৃসিংহ সরকার – ইতিহাসের শিক্ষক, বেশ একটু কৃপণ।

শামিম আহমেদ – অঙ্কের শিক্ষক, উদার প্রকৃতির।

গনেশ সেন - প্রধান শিক্ষক, সব কাজে উৎসাহী।

শ্যামল গুপ্ত – ইঞ্জিনিয়ার, পেশায় রিয়াল এস্টেটের ব্যবসা, সমাজ সচেতন। গনেশ সেন মহাশয়ের শ্যালক।

সাগর, সোমনাথ ও অমিত - ছাত্র

সুলেখা ও তাপসী – ছাত্রী

নীলিমা সান্যাল – আকাশবাণী কলকাতার সংবাদপাঠিকা

[অমিত ও হরেন – এই দুইটি চরিত্রের কথোপকথন কম, ফলে স্বরক্ষেপণের সামান্য একটু কারিকুরিতে একই অভিনেতা দুইটি চরিত্র শ্রুতিনাটকে করা সম্ভব। প্রযোজক কথাটি বিবেচনা করবেন]

প্রথম দৃশ্য

[মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আওয়াজ শোনা যাবে। বাজ পড়ার শব্দ মাঝে মাঝে। ঝড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ বাতাস বইছে। বিশাল স্কুলের লম্বা টানা বারান্দা। কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর জটলা। স্কুলে এসে জেনেছে আজ রেনিডে।]

সাগর – ওফ্ কি সাঙ্ঘতিক বৃষ্টি রে! সারারাত ধরে চলছে তো চলছেই।

সুলেখা – যাকে বলে আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি। ঈস্ কেন যে স্কুলে এলাম – আবার এই কাদার মধ্যে সাইকেল চালিয়ে ফেরৎ যাওয়া –

তাপসী – আমি কিন্তু তোর সাথেই ফিরবো।

সোমনাথ – কোথায় যেন পড়েছিলাম আকাশ ফুটো হলে এমন বৃষ্টি হয়।

[সাগর, সুলেখা,তাপসী একসাথে হেসে ওঠে।]

সাগর – যেমন মুখ তার যে বলেছিল, আর তেমন কান তার যে শুনেছিলো! তবে যাই বলিস ভাই মাঝে - সাঝে এরকম বৃষ্টি বাদলা হলে ভালই লাগে। এখন তো ঋতু পরিবর্তন আর বোঝাই যায় না সেভাবে – কোথাও অতিবৃষ্টি তো কোথাও ফুটিফাটা রোদ। কি সব জটিল ব্যাপারস্যাপার বলতো।

তাপসী – তার মধ্যে থেকেই একেকটা বড় ঝড়ঝাপটা – নিম্নচাপ – ওফ্ কত চাপ আর নেব বলতো?

সোমনাথ – হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ঝড়ের আবার নামের বাহার কত – নিলোফার, চপলা, আয়লা – আরও কত কি – নাম শুনে কী শক্তি বোঝা যায়?

তাপসী – আচ্ছা এই নামগুলো কে দেয় রে?

সাগর – ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়নামার, ওমান, মালদ্বীপ আর থাইল্যান্ড মিলে অনেকগুলো নাম বেছে রেখেছে। আকাশ, ফানুস, নার্গিস, মালা, এরকম। একটার পর একটার নাম দেয়। আয়লা খুব সম্ভবত মালদ্বীপ দিয়েছিল। বাবা বলছিল একদিন।

তাপসী – মেয়েদের নামই তো বেশী। (একটু ভারী কণ্ঠস্বরে) বন্ধুগণ নারীশক্তিকে অবহেলা করিও না। বিপদে পড়িবে।

[সমস্বরে হাসি]

[শঙ্করবাবু স্টাফরুমের দরজা থেকে কথা সুরু করবেন।]

শঙ্করবাবু – কী তোমরা বাড়ী যেতে পারনি? আটকে গেছ? আর যাবেই বা কীভাবে – যা নেমেছে।

[হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসে। ‘জল আর জল, মানুষ খায় জলরে, জল খায় মানুষরে, মানুষ খায় জলরে, জল খায় মানুষরে, মানুষ খায় জলরে, জল খায় মানুষরে’- চিৎকার প্রথমে জোরে, তার পরে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে।]

শঙ্করবাবু – এই হরেনটা আর ভালো হল না। সেবার বন্যার সময় হাজী সাহেবের ভরা পুকুরে ওর একমাত্র ছেলেটা ডুবে মারা গেল। কি স্যাড, বডি হাসপাতালে না নিয়ে ওঝা দিয়ে ঝাড়ফুঁক করালো, পুকুর-শাসন করালো। সময় মতো নিলে ছেলেটা বেঁচে যেত হে।

সাগর – হ্যাঁ স্যার আমার মনে আছে। হাতিয়ার বিলও তো সেবার ভাসল। আমার কাকা কতো মাছ ধরেছিলেন বিলভাসি রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

শঙ্করবাবু – দুঃখের কথা হোল, পুকুরকে ওঝা দিয়ে শাসন না করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শাসন করলে উপকার হোতো।

তাপসী – জানেন তো স্যার, আমার মামা বাড়ির দেশে কলেরা হলে ওলাবিবির পুজোর ধুম পড়ে যায় -

সোমনাথ – [মুখের কথা কেড়ে নিয়ে] কেন, কেন, আমাদের এই অঞ্চল কি ভাই পিছিয়ে ? শেতলা পুজোর নাচন কি কম ?

শঙ্করবাবু – সময় মতো প্রতিষেধক টীকা নেব না, জল ফুটিয়ে খাব না, পোলিও টীকা দিতে এলে পালাব বা বাধা দেব, এগুলোও তো ভাবতে হবে, তাই না ?

[কেউ উত্তর দেবার আগে একটা বাজ পড়ার শব্দ।]

সুলেখা – ওরে বাবা! এত বাজ পড়লে বাড়ি যাব কি করে রে তাপসী ?

সোমনাথ – ভাবিস্ না সুলেখা, তোর আর তাপসীর বাড়ি পার হয়ে আমরা তো যাব। আমি আর সাগর তোর সাইকেল ঠেলে নিয়ে গিয়ে তোদের দুজনকে বাড়ির কাছে এগিয়ে দেব।

শঙ্করবাবু – ব্যস্ সমস্যার সমাধান তো হয়েই গেল। যাক গে, আজ তো আর ক্লাস হোল না ...

সোমনাথ - হ্যাঁ স্যার আজ তো শেষ পিরিয়ডেও আপনার একটা ক্লাস ছিল।

সুলেখা – স্যার, আপনি সেদিন অতি বৃষ্টিপাতের কারণ নিয়ে ক্লাসে আলোচনা শুরু করেছিলেন।

শঙ্করবাবু – আসল কথা কি জানো, এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে ভালো করে। যেমন, আজ এখানে এতো বৃষ্টি – কিন্তু হয়ত দেখবে পুরুলিয়া বা ছোটনাগপুর অথবা রাজস্থানের সুদূর কোন গ্রামে এক বিন্দু জলের জন্য অপেক্ষা – হাহাকার –

সাগর – স্যার, এটা তো ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, তাই না?

শঙ্করবাবু – ঠিক বলেছ, কিন্তু সেখানেও তো মানুষের বাস আছে। তাদের কাছেও তো জল জীবনের ধারক। তাই না? আসলে কি জানো, প্রকৃতি তার মতো করে সম্পদ তৈরি করে, বন্টন করে। এতে অবশ্যই বিজ্ঞান আছে, আমরা সব না-হলেও অনেকটা জানতে পেরেছি, বাকি অনেকটা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সেই সম্পদ রক্ষা করা, তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করবার দায়িত্ব তো মানুষের ওপর বর্তায়, তাই না? যাকগে, বৃষ্টি বোধহয় একটু ধরেছে – আমি আসি – কাল ক্লাসে আরও আলোচনা হতে পারে। তোমরা সাবধানে বাড়ি যেও সবাই।

[সবাই সমস্বরে – হ্যাঁ স্যার যাব]

*****

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পরের দিন। বৃষ্টি ধরেছে। স্কুলের স্টাফ রুম, শঙ্কর দলুই, নৃসিংহ সরকার, শামিম আহমেদ ও গনেশ সেন]

নৃসিংহবাবু – দূর দূর, এটা একটা কথা হোল! বলা নেই, কওয়া নেই, এরকম বাদলা। বাঁধ বানিয়ে কোন রাজ কাজ হোল কে জানে, কাজের কাজ তো কিছু হোল বলে মনে হয় না – একটুকুন বৃষ্টি হোল কি হোল না তেনারা হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কিউসেক জল ছেড়ে কেতাথথ করলেন। আর বৃষ্টিরও বলিহারি যাই। এলে যাবার নাম নেই। কি ঠিক কিনা?

শামিম – নৃসিংহদা রাগ করবেন না, মোটেই ঠিক না। বৃষ্টির ওপর তো আর খবরদারি করা যায় না, তাছাড়া ওয়েদার ফোরকাস্ট ছিল এই বৃষ্টির। তবে, জনগনের লাভ হয়েছে, বাজার মাছে ভর্তি। ফলে দাম বেশ সস্তা।

শঙ্করবাবু – শামীম নৃসিংহদার ব্যথা অন্য জায়গাতে। জিজ্ঞাসা কর, কেন দাদা?

শামিম – কেন কেন নৃসিংহদার ? ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন না।

নৃসিংহবাবু – [রাগ ও হতাশ হয়ে] কেন কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিচ্ছ ভায়া। এই দেড় দিনের বৃষ্টিতে গরিবের পুকুরখানা ভেসে গিয়েছে। তা প্রায় চার হাজার মুদ্রা খরচ করে মাছের চারা ছেড়েছিলাম ভাই। সব ভেসে গিয়েছে। পরাণ, গজেন, কাত্তিক সবাই মিলে জালের ঘের দিয়ে খুব চেষ্টা করেছে। আমার কপাল খারাপ। ক্ষতি যা হবার হয়ে গিয়েছে।

শামিম – ইস, এতো বড়ো অনাসৃষ্টির কথা নৃসিংহদার!

শঙ্করবাবু – একটা কথা বলি নৃসিংহদা। যা করবেন তা একটু পরিকল্পনা করে করলে এটা হত না। [নৃসিংহবাবু কিছু বলতে গেলেন, শঙ্করবাবু হাত তুলে বলেন] আপনি আমার কথাটা আগে শুনুন। মাছ চাষ করুন আর যাই করুন পুকুরের নিয়মিত দেখাশোনা করা একটা বড় কাজ। বর্ষার আগে পুকুরকে ঘষেমেজে রেডি করতে হোতো। চারদিকের পাড় ঠিক করা, বা যাই হোক না কেন তার একটা বিজ্ঞান আছে। বিডিও অফিসে শলাপরামর্শ দেবার লোক আছে। তা না করে –

নৃসিংহবাবু – [অধৈর্য হয়ে] সে আর বোলো না ভাই, না পারি বলতে, না পারি সইতে। লোকে ভাবছে মাস্টারের ঘটে বুদ্ধি নাই। ভেবেছিলাম তো সবই, করলাম আর কোথায়।

শঙ্করবাবু – ভাববেন না আপনার দুঃখ আমি বুঝতে পারছিনা বা পেরেও মজা দেখছি। আপনি আমার সহকর্মী। তাই মন খুলেই বলছি, শুনুন। এইতো শামিমদের বাড়ীর পেছনেই যে পুকুরখানা, তাতে তো বোধহয় পুকুরভাসার সমস্যা নেই। কেন? প্রথম কারণ পাড়ের উচ্চতা বেশ খানিকটা বেশী। ঠিক বলছি শামিম? [শামিম মাথা নাড়ে] দু নম্বর গরমের সময় খেয়াল করে দেখবেন প্রয়োজনে শামিমের বাবা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মাটি তোলান পুকুর কেটে। ওদের পুকুরে বারোমাস জল থাকার, পুকুর ভেসে মাছ বার নাহওয়া, তার ওপর যেটা আমাদের

চোখে পড়ে না, আশপাশ থেকে বর্ষার সময় অনেক জল শামিমদের পুকুর নিতে পারে। বর্ষার অনেক জল সে ধারণ করতে পারে কারণ তার ক্ষমতা বেশী।

শামিম – কথাগুলো ঠিক নৃসিংহদা, পুকুরটার পেছনে আব্বা খাটেন, ফল পাই আমরা, পায় অঞ্চলের লোক।

শঙ্করবাবু – আমাদের এই অঞ্চলের একটা প্রধান সমস্যা হোল জল। গরমের সময় আকাল, অভাব, আবার বর্ষার সময় অতিবৃষ্টিতে তো বটেই একটুতেই বানভাসি। এর কোথাও একটা সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন বা আনতেই হবে।

[স্টাফ রুমে আরও মাস্টারমশাইরা এসেছেন। কথাবার্তা একটু শোনা যাবে।]

নৃসিংহবাবু – [হতাশ হয়ে] কে আর আনবে বল। কার গোয়াল কে দেয় ধুয়ো ভাই!

শামিম – কেন কেন দাদা, আমাদের গোয়াল আমরাই ধুয়ো দেব। চট করে যেটা মাথায় আসছে সেটা বলি শঙ্করদা। একটু নাবি জমির দিকে। তা হোক। বিজয় মণ্ডলবাবুদের বাড়ীর দক্ষিণে এক জোড়া শিরীষ গাছ আছে না? তার পর থেকে সেই মতি মণ্ডলের বাড়ী অবধি একটা প্রায় বিঘে দশেক পতিত জমি? লোকে মাটি কেটে নিয়ে যায় ? বড় বড় গর্ত, খাদে ভরে প্রায় পুরো জমিটাই ? মনে করতে পারছেন নৃসিংহদা ?

[স্টাফ রুমে আরও মাস্টারমশাইরা এসেছেন। কথাবার্তার শব্দ বাড়বে।]

নৃসিংহবাবু – সে তো তোমার মামাদের জমি। ঠিক কি না ? আমরা তো তাই জানি।

শামিম – একদম ঠিক জানেন। তবে গত একমাস পর্যন্ত ঠিক ছিল। ঘটনা তার পরে। দাদু আর মামা দুজনে মিলে জমিটা মাকে দিতে চাইলেন। দাদুর যা আছে তাতে মামা সারা জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে খেলেও কম পড়বে না। তো মা বললে, আপনার নাতিকে, মানে আমাকে দিতে। তো ওই জমির মালিক আমি। আব্বু আম্মার যা মন ও জমি আমি কোন ভালো কাজে লাগালে আপত্তি করবেন বলে মনে হয় না। ওখানে একটা পুকুর কাটালে কেমন হয় বলুন ?

শঙ্করবাবু – [টেবিলে চাপড় মেরে] দারুণ, দারুণ প্রস্তাব। শামিম মিয়াঁ তোমার জবাব নেই। পুকুর কি বলছ ভাই ওটা দিঘি, দিঘি হবে!

[প্রধান শিক্ষক গনেশবাবুর প্রবেশ]

গনেশবাবু – কেমন আছেন সবাই ? কি নিয়ে এতো আলোচনা ? কিসের দিঘি হবে ?

শঙ্করবাবু – স্যার, আমাদের এই অঞ্চলের জল নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। একটা খারাপ খবর, দেড় দিনের বৃষ্টিতে নৃসিংহদার পুকুর ভেসে মাছের চারা সব ভেসে গিয়েছে। খুব লস হয়ে গেছে। ওদিকে হাতিয়ার বিল থেকেও জল এসে রাস্তাঘাট সব জলের তলায়। অথচ, দেখুন গরমের সময় পুকুরগুলো শুকিয়ে কাঠ, কুয়োতে জল নেই। টিউবওয়েলে জল নেই ? কেন ? না, জলস্তর নেমে গেছে!

গনেশবাবু – ঠিকই বলেছেন। আসলে একটা প্রপার ম্যানেজমেন্ট দরকার। সমস্যা আমাদের সবার। সমাধান তাই আমাদের সবাইকেই খুঁজে বার করতে হবে। ছাত্রছাত্রী, মাস্টারমশাই, অঞ্চলের অধিবাসী সবাইকে নিয়ে। এমন কি গাভমেন্ট, হ্যাঁ, সেখনেও যেতে হতে পারে।

শামিম – সরকার তো বলেইছেন, জল ধরো, জল ভরো।

শঙ্করবাবু – স্যার, শামিম তার দাদুর কাছ থেকে বিঘে দশেক পতিত জমি পেয়েছে। সেই জমিতে একটা পুকুর কাটানোর প্রস্তাব করছে শামিম। তাছাড়া আমি যেটুকু মনে করতে পারছি এই অঞ্চলে নেই নেই কোরেও আট-দশটা বড় পুকুর আছে, কিছু-না হোক কম করে ষাটটা বড় বড় ডোবা। প্রচুর জল বর্ষাকালে। এই পুকুর আর ডোবাগুলোকে একটু সংস্কার করলেই প্রচুর জল গরমের সময় পাবো। বর্ষাকালে জল ধরে রাখতে পারা যাবে।

গনেশবাবু – ওয়েল, ওয়েল, সবটাই একটা সায়েন্টিফিক এ্যাঙ্গেল থেকে ডিল করতে হবে। স্কুলের দিক থেকে কিভাবে সাহায্য করা যায় বলুন। সরকারের দিকটাও আমি দেখব। খুব এনকারেজিং চিন্তাভাবনা। ভালো কথা আমার এক সম্পর্কিত শ্যালক, শ্যামল, ইঞ্জিনিয়র – রিয়েল এস্টেটের বড় ব্যবসা। বুদ্ধি দিয়ে, অর্থ দিয়ে সাহায্য ফর আ গুড কজ করবে আশা করি। শ্যামলকে আগামী একটা শনিবার দেখে আসতে বলি।

শঙ্করবাবু – কিভাবে বৃষ্টির জল ধরে রেখে সারা বছর ধরে কাজে লাগানো যায় সেই চিন্তাভাবনা করতে হবে। আমি প্রথমেই আমাদের ছাত্রছাত্রীদের সাথে কথা বলব। শামিম আর নৃসিংহদা টিচার কাউন্সিলের দিকটা দেখুন।

নৃসিংহবাবু – [বেশ একটা আশ্বস্ত গলায়] যাক, এবার মনে হচ্ছে একটা ভালো কিছু হতে যাচ্ছে।

(ক্লাসের ঘন্টা বাজবে।)

গনেশবাবু – ঠিক আছে। চলুন ক্লাসের সময় হোল। কাল - না পরশু বিকেলে আমরা একবার মিট করতে পারি। আমার ঘরে। ওকে ?

*****

তৃতীয় দৃশ্য

[একই দিন। একটি ক্লাস রুম, ছাত্রছাত্রীরা হৈ চৈ করছে। তার মধ্যে সাগর, সোমনাথ, সুলেখা ও তাপসী আছে।]

সাগর – এই আস্তে, তোরা একটু চুপ করবি ? স্যার আসছেন।

[শঙ্করবাবুর প্রবেশ।]

ছাত্রছাত্রীরা সমস্বরে – নমস্কার স্যার।

শঙ্করবাবু – নমস্কার, নমস্কার, সুপ্রভাত। সাগর, কে কে আসেনি ?

সাগর – স্যার - মিজানুর, শান্তনু, বিজয়া, অলক আর কলিম ছাড়া সবাই উপস্থিত।

শঙ্করবাবু – [হাজিরা খাতায় দাগ দেন] মিজানুর, শা-ন্ত-নু, বি-জ-য়া [একটু পরে] হ্যাঁ, ঠিক আছে। আজ তো মনে হচ্ছে একটু ভালো যাবে দিনটা –

সোমনাথ – হ্যাঁ স্যার কাল যা অবস্থা ছিল। তবে স্বাভাবিক হতে, জল নামতে খানিকটা সময় লাগবে স্যার।

সুলেখা – স্যার, আজ আমরা পড়ব না।

শঙ্করবাবু – সে কী কেন, কেন ? পড়বে না তো করবটা কি আমরা ?

সুলেখা – কালকের কথা নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম। আপনি বলেছিলেন স্যার কাল ক্লাসে আরও আলোচনা হতে পারে।

শঙ্করবাবু – ঠিক, সে কথা অবশ্যই আমি বলেছিলাম। এই নিয়ে এতক্ষণ অন্যান্য মাস্টারমশাইদের সঙ্গেও কথা হচ্ছিল। হেডমাস্টারমশাইও ছিলেন। একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা করতে হবে। আর তাতে ছাত্রছাত্রীদের, মাস্টারমশাইদের – সবার পারটিসিপেসন বা অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করতে হবে।

তাপসী - স্যার, কিভাবে হতে পারে সেটা ?

শঙ্করবাবু – তার আগে আমরা জানবো যা আমরা ভাবছি তা কি নোতুন কিছু ? না নোতুন না। যীশু খ্রিস্টের জন্মের প্রায় তিনশ বছর আগে বালুচিস্থানে কৃষিকাজে, পরে আমাদের দেশে তামিলনাদুতে চোল রাজাদের সময় বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে রেখে পরে ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। শুনে মজা পাবে ভেনিস নগরী, যেটা একটা লেগুনের মধ্যে, সেখানে মিষ্টি জলের অভাব মেটানো হোত, মানুষের তৈরি কুয়োতে বৃষ্টির জল ধরে রেখে।

সোমনাথ – আরে ব্বাস। এসব তো আমাদের ধারনাই ছিল না স্যার।

শঙ্করবাবু – বৃষ্টির জল ধরে রাখা ও তার ব্যবহার খুব প্রাচীন এবং একটা খুব সাধারণ বা সোজা পদ্ধতি এটা মনে রেখ। অথচ সুবিধে বহু। যেখানে জল নেই বা কম সেখানে জলের ব্যবস্থা করা আবার যেখানে বেশি থাকার ফলে জল নষ্ট হচ্ছে সেটা নিবারণ করা।

সুলেখা – তার মানে স্যার, এই যে বর্ষার সময় বেশি জল আমাদের ক্ষতি করছে, সেটা বন্ধ করে সেই জলকেই জমিয়ে রেখে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগানো।

শঙ্করবাবু – একদম ঠিক। তবে একটা কথা আছে না – চ্যারিটি বিগিন্স্ এ্যাট হোম ? আমদের কাজটাও সুরু হবে এ্যাট হোম, মানে স্কুল থেকেই।

[সবাই চুপ। তা দেখে শঙ্করবাবু বলবেন।]

শঙ্করবাবু - কি সবাই চুপ কেন ? ঠিক আছে। এভাবে বলি। আমাদের উদ্দেশ্য বৃষ্টির জল, তা সে কম হোক বেশী হোক, সময়ে হোক কি অসময়ে হোক, ওটা আমরা আমাদের কাজে লাগাবো। আমাদের ক্ষতি করতে দেব না। দেব না বললেই তো হবে না। একটা পরিকল্পনা করতে হবে। বোঝা গেল ?

[ছাত্রছাত্রীদের অল্প মাথা নাড়া দেখে একটু থেমে]

পুরোটা মাথায় ঢুকল না ? বেশ অন্য ভাবে বলি। সর্বপ্রথম বল আমাদের স্কুলে কয়টা কল থেকে জল ব্যবহার করা হয় ?

সাগর – মিড ডে মিলের রান্নাঘরে দুটো, ছেলেদের টয়লেটে দুটো, এই চারটে জানি স্যার।

সুলেখা – মেয়েদের টয়লেটে দুটো, কুয়োর কাছে একটা। বাগানের ওদিকে স্যার একটা।

শঙ্করবাবু – মাস্টারমশাইদের দুটোতে চারটে আর হেডমাস্টারমশাইর জন্য টয়লেট ধরে আরও দুটো, তো মোট ছয় প্লাস ফোর প্লাস ফোর। মোট ফোরটিন, চোদ্দটা। ঠিক কিনা ?

সোমনাথ – স্যার স্যার আরও চারটা কল আছে। একতলায়, দোতলায়, আপনাদের ঘরে আর হেডমাস্টারমশাইর ঘরে যে চারটা এ্যাকোয়া গার্ড থেকে খাবার জল বেরোয়, তার জন্যেও তো আলাদা কল আছে, তাই না স্যার ?

শঙ্করবাবু – ভেরি গুড সোমনাথ। তাহলে মোট আঠারোটা কলের মুখ দিয়ে প্রত্যহ আমদের সবার ব্যবহারের জন্য - অবশ্যই স্কুল খোলা থাকলে - জল বার হয়। তা, এই জল আসে কোথা থেকে ?

সাগর – আমি বলব স্যার ? [তার পর অপেক্ষা না করে] ছাদের দুটো ট্যাংক থেকে জল আসে।

শঙ্করবাবু – আর ছাদের ট্যাংকে জল আসে কোথা থেকে ?

সাগর – কেন কুয়ো থেকে ? রঘুদা পাম্প চালিয়ে রোজ জল তোলে ট্যাংক দুটোতে। তবে স্যার রঘুদা মাঝে মাঝেই আমাদের কল খুলে চলে গেলে বকেন আর গরমের সময় গজ গজ করেন।

শঙ্করবাবু – বেশ। জল নষ্ট করাটা অবশ্যই ঠিক নয়। তা কেউ রঘুর কাছে তার ঐ গজগজানির কারণ কখনো জানতে চেয়েছ ?

[সবাইকে চুপ দেখে এবং পেছনের বেঞ্চে বসা দুটি অমনোযোগী ছাত্রকে ডেকে বলবেন]

অমিতবাবু এবং বিষ্ণুবাবু আপনারা বলুনতো রঘু গজগজ করে কেন ?

অমিত – স্যার, স্যার, রঘুদা স্যার রেগে গেছেন। [তারপরই তো তো করে বলবে] না স্যার ঠিক জানিনা। রঘুদা স্যার, রঘুদা স্যার না, সব সময় রেগে থাকেন।

[সবাই হো হো করে হেসে উঠবে]

শঙ্করবাবু – [একটু রেগে] অনেক পণ্ডিতি হয়েছে, এবার একটু শোন মন দিয়ে। রঘুর গজগজানির কারণ গরমের সময় কুয়োর জলস্তর অনেকটাই নেমে যায়। ফলে, ওকে রাতে জলস্তর একটু উঠলে পাম্প চালাতে হয় সাবধানে। তা আমরা জল কোথা থেকে পাই, কিভাবে পাই, কীভাবে খরচ করি জেনেছি। এটাও শুনলাম গরমের সময় কুয়োর জলস্তর নেমে যাবার ফলে জল পেতে অসুবিধে হয়।

[হঠাৎ একটা জানালার কাছ থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসে। "জল আর জল, মানুষ খায় জলরে, জল খায় মানুষরে, মানুষ খায় জলরে, জল খায় মানুষরে"। সবাই, বিশেষ করে ছাত্রীদের 'ওরে বাবারে, ওরে মারে বলে ভয়ের চিৎকার।]

[একটা করুণ সুর বাজবে ও চলবে]

সাগর – [ধমকে] এই তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন। রোজতো দেখছিস। চুপ কর। [এরপর শঙ্করবাবুর দিকে ঘুরে] স্যার, আপনি তো ওকে চেনেন, সবই জানেন। আমরা মিড ডে মিল থেকে ওকে রোজ একটু খেতে দিই। আজ বোধহয় খিদে পেয়েছে, তাই অনেক আগেই চলে এসেছে। আমি ওকে একটু কোথাও বসিয়ে আসি ? [শঙ্করবাবু মাথা নাড়বেন, সাগর বেরিয়ে যাবে।]

[একটা করুণ সুর যেটা চলছিল সেটা চলবে এবং একটু চলেই থামবে।]

শঙ্করবাবু – আজ আমরা এই বলে শুরু করেছিলাম যে আমাদের উদ্দেশ্য বৃষ্টির জল আমরা আমাদের কাজে লাগাবো। এবং তার জন্য একটা পরিকল্পনা করবো। ঠিক বলছি ? আজ যা আলোচনা হোল তা এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা। তাপসী, সুলেখা, সাগর আর সোমনাথ, তোমরা এই ক্লাস থেকে থাকবে। ক্লাস ইলেভেন থেকে দুজন, টেন থেকে দুজন, মোট আটজনের একটি কর্মীদল বানাবে। নাম পেলে ওদের ক্লাস টিচারদের আমি বলে রাখবো।

সোমনাথ – আচ্ছা স্যার আমাদের জল খরচের মুখ আঠারোটা। আমরা তো জল খরচের ব্যাপারেও সাবধান হতে পারি।

শঙ্করবাবু – অবশ্যই। একটা হিসেব আমাদের করতে হবে। বুঝতে হবে প্রতিদিন পাম্প চালিয়ে ছাদের ট্যাংকে জল তোলার খরচ কত। গরমের সময় জলস্তর নেমে গেলে সেটা আদৌ সম্ভব হয় কিনা, হলে খরচ কতটা বাড়ে। নাকি বর্ষার জল আলাদা করে কোন জায়গায় ধরে রেখে বা কুয়োতে নিয়ে এসে তার জলস্তর বাড়ানো, সেটা কম খরচে করা যায় কিনা –

সুলেখা – স্যার তার মানে তো বৃষ্টির জল পুকুরে ধরে রাখবার সাথে সাথে তাকে আমরা মাটির নিচে প্রতিস্থাপন করতে পারি ?

শঙ্করবাবু – পারি, এবং এ নিয়ে প্রচুর কাজকর্ম চলেছে পৃথিবী জুড়ে। তোমার শুনে অবাক হবে, মানুষের সভ্যতা যেমন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল – তেমনি মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা যে জল তার ব্যবস্থা করবার জন্যও বিভিন্ন অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে অদ্ভুত সব পদ্ধতি।

[সাগর দরজা থেকে বলবে, স্যার আসবো?]

শঙ্করবাবু – এসো, এসো। যেমন ধরো ঝুম চাষ। তোমরা পড়েছ। মনে আছে নিশ্চয়। ঝুম চাষ হয় সাধারণত পাহাড়ের ঢালে এবং কয়েকবছর পরে পরেই যারা ঝুম চাষ করে তারা সেই জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায় নোতুন জমির খোঁজে। প্রথমত, ঝুম চাষ হলে পাহাড়ে ধ্বস্ হয় না – উপরন্তু জমি জল সঞ্চয় করে গাছের গোঁড়ায় আদ্রতা বজায় রাখে। লম্বাটে ক্ষেতগুলো কাটা হয়ই পাহাড়ের ঢালের বিপরীত দিকে। তবে ঝুম চাষের বিরুদ্ধেও অনেকে।

তাপসী - তাহলে পানীয় জল ধরে রাখবারও পদ্ধতি আছে স্যার ?

শঙ্করবাবু – রেন হারভেসটিং বা জলকৃষি কথাটা এসেছে তো সেখান থেকেই। প্রকৃতির সাধন বা সংস্থান সব জায়গায় তো একরকম নয়। মানুষের সাধনার শুরু সেখান থেকেই। তার প্রয়োজনের সঙ্গে সংস্থানের মেলবন্ধনের।

তাপসী – তার মানে আমাদের এই স্কুল বাড়ীতে যত জল আমরা ব্যবহার করি তা আমরা বৃষ্টির জল ধরে রেখে বন্দোবস্ত করতে পারি ?

সোমনাথ – আচ্ছা স্যার, ধরা যাক আমাদের স্কুলের ছাদ কম বেশি দুই হাজার বর্গমিটার। ধরা যাক এই অঞ্চলে গড়ে এতো মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। তবে ছাদের প্রকৃতি আর বায়বীয় ধর্মের হিসেব মনে রেখে আশা করা যায় যত কিউবিক মিটার জল ধরে রাখা যাবে প্রতিদিন, সেটা আমরা বার করতে পারলেই কাজ ফতে ?

তাপসী – [সোমনাথকে] তো জল রাখবি কোথায় ? [শঙ্করবাবুকে] স্যার, আপনি বলুন জল রাখব কোথায় ?

শঙ্করবাবু – তার জন্য ধাতব ট্যাংক বা কংক্রিটের জলাধার বসাতে হবে। ছাদ থেকে পাইপের সাহায্যে জল এসে জমা হবে সেই জলাধারে। দরকার মতো পাম্প চালিয়ে জল পাঠানো যাবে ছাদের জলাধারে। এই কাজটা এখনও করা হয় – তবে সেটা ওই কুয়োর জল থেকে। আগেই জেনেছি আমরা গরমের সময় স্কুলের কুয়োর জলস্তর অনেকটাই নেমে যায়।

সোমনাথ – আমাদের বাড়ির কুয়োর জলস্তরও অনেকটাই নেমে যায় গরমের সময় আমি জানি। তা আমাদের বাড়িতেও কি এই ব্যবস্থা করা সম্ভব ?

শঙ্করবাবু – অবশ্যই। জল সঠিকভাবে সংগ্রহ করে রাখলে, অন্তত কিছুটা হলেও আমরা জলের অভাব মেটাতে পারি।

সুলেখা – স্যার, আমাদের বাড়িতে আমরা চারজন। সেক্ষেত্রে কিভাবে হিসেব করবো কতটা জল ধরে রাখা দরকার ?

শঙ্করবাবু – মোটা দাগের হিসেব, যদি একটা এক হাজার লিটারের ড্রামে জল ধরে রাখা যায়, তাহলে তা জনপ্রতি ২৫০ লিটার রোজ ধরলে দুই দিন ভালোভাবে চলে যাবার কথা। গত দুতিন যে ধরণের বৃষ্টি হোল, তাতে এটুকু জল জমানো খুব কঠিন মনে হয় না।

সাগর – আরেকটা কথা আপনি বলেছিলেন স্যার। জলস্তর নেমে যায় গরমকালে, সেটাকে প্রতিস্থাপন করবার উপায় কি ?

শঙ্করবাবু – এতো খুব সোজা কাজ। ছাদের ওপর সঞ্চিত জল পাইপের সাহায্যে বা মাটিতে বয়ে যাওয়া জল পার্শ্ববর্তী কোন জমিতে প্রবেশ করিয়ে জলস্তর প্রতিস্থাপন করা যায়। মানে, একদিকে যেমন পুকুর, দিঘি এগুলোকে সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা – যাতে তাদের জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় – তেমনি ভূগর্ভে কৃত্রিম উপায়ে জল পাঠিয়ে জলস্তরকে বজায় রাখা – যাতে খুব গরমেও জলের যোগান ব্যাহত না হয়।

[ঘন্টা বাজল।]

শঙ্করবাবু – আজ এই অবধি। ঠিক আছে ? সোমনাথ, তুমি আর সাগর টিফিন পিরিয়ডে একবার আমার সাথে দেখা করবে। রোজ কতটা জল তোলা হয়, কতটা খরচ হয়, ট্যাংক দুটোর ক্যাপাসিটি কত, এসব জোগাড় করতে হবে। কিভাবে করবে সব বলে দেব।

*****

চতুর্থ দৃশ্য

[আজ শনিবার, বৃষ্টিবাদলের একটা দিন। স্কুলের স্টাফ রুম, শঙ্কর দলুই, নৃসিংহ সরকার, শামিম আহমেদ, শ্যামল গুপ্ত ও গনেশ সেন]

নৃসিংহবাবু – কি হে শঙ্কর কোথায় তোমার হেডস্যার ? কাল বারবার বললেন অবশ্যই যেন স্কুলের পর থাকি। ইম্পরট্যান্ট আলোচনা আছে।

শঙ্করবাবু – বিডিও অফিসে গেছেন। বললেন ফেরার পথে একবার পঞ্চায়েত প্রধানের কাছেও ঘুরে আসবেন। আসলে নৃসিংহদা স্যার এই রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ চারজড।

নৃসিংহবাবু – সে উৎসাহ কি আমাদেরও কম ভাই ? শামিম আর আমি টিচার কাউন্সিলের সাথে চার পাঁচবার বসেছি তুমিও জানো। সোমনাথবাবুর মতো মানুষ, যিনি নিজের উপকারে লাগবে না, এমন কোন কিছুতেই কোনদিন এত্তটুকু মাথা পাতেন নি, তিনিও সেদিন বললেন, বুঝলেন নৃসিংহবাবু এই শঙ্করটা কিন্তু জানে অনেক।

শামিম – কেন, কেন – তারকবাবু কি করেন ? যদি বোঝেন ছাতা মাথায় দিলে অন্য কারো উপকার হবে, তো চড়া রোদে ছাতা বন্ধ করে হাঁটবেন !

শঙ্করবাবু – এভাবে বোলো না শামিম। নোতুনকে, নোতুন ধারনাকে চট করে স্বীকারের মানসিকতা আমাদের থাকে না। সময় দিতে হয়। বারবার বোঝাতে হয়। হাল ছাড়লে হবে ?

[বাইরে প্রধান শিক্ষক মশাইর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। গনেশ সেন ও শ্যামল গুপ্তর প্রবেশ।]

গনেশবাবু – রঘু জল দে। আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম। বিডিও সাহেবের ওখানে অনেক দেরি হয়ে গেল। ঘর ভর্তি লোক, তাদের হাজার সমস্যা। আমাকে বললেন, অনেক কথা আছে, একটু বসুন, তাড়া নেই তো। কি করে বলি তাড়া আছে। যাহোক সবটা বললাম। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। বললেন নির্মল বিদ্যালয় নামে যে কর্মসূচী আসছে তাতে আমাদের স্কুলের নাম যোগ করবেন। [তারপর হঠাৎ খেয়াল হতে] ভালো কথা আলাপ করিয়ে দেই। ইনি শ্যামল গুপ্ত, এঁর কথা আপনাদের বলেছি। বিডিও অফিসে দেখা - বললাম চলো আমার সাথে, তাড়া নেই তো - একদম বিডিও সাহেবের কায়দায়। আর শ্যামল এঁরা আমার কলিগ। শঙ্কর দলুই, নৃসিংহ সরকার, শামিম আহমেদ। [রঘু জল এনেছে, জল খেয়ে]

[শঙ্কর, নৃসিংহ ও শামিম একসাথে বলবে, নমস্কার]

গনেশবাবু – শ্যামলকে আমি মোটামুটি আমাদের পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলেছি। শঙ্করবাবু আপনি বলুন আমরা কতটা কি ভাবছি বা কাজ এগিয়ে রাখতে পেরেছি। শামিমসাহেব আপনি বলবেন পুকুরের ব্যাপারটা।

শঙ্করবাবু – আমি যেটা করেছি গুপ্তসাহেব, তা হোল আমি ও শামিম মিলে একটা খসড়া পরিকল্পনা করেছি এবং তা এই কাগজে লিখেছি। [কাগজের হালকা শব্দ] তার সাথে কিছু ডেটা ছাত্রছাত্রীরা জোগাড় করে রেখেছে। তাও আপনি এখানে পাবেন। আমরা আমাদের কুয়োতে বারো মাস প্রচুর জল চাই। শামিম একটা পুকুরের জন্য জমি দেবে। অঞ্চলের বাড়তি জল পুকুর বেশ কিছুটা নিতে পারবে। ফলে, যেন বছরে কোন সময় জলের অভাব না হয়, ব্যস্ এই দুটো নিশ্চিত করতে পারলেই আমরা নিশ্চিন্ত। কি বোঝাতে পারলাম স্যার ?

শ্যামল – [একটু কেশে] আগে একটু চা চাই স্যার। [নৃসিংহবাবু বলবেন, অবশ্যই, অবশ্যই, আমি দেখছি। তারপর রঘু, রঘু বলতে বলতে বেরিয়ে যাবেন।]

শ্যামল – মাস্টারমশাইরা, হেডস্যার আমাকে যেটুকু বলেছেন এবং আপনি – ইয়েস, শঙ্করবাবু যা বললেন ও এই কাগজে যা ইনফরমেশন আপনারা জোগাড় করে রেখেছেন তাতে কাজটা ভিসুয়ালাইজ বা আন্দাজ করতে ও কাজের পরিমাণ ভাবতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। তবে আমাদের আরও কিছু খবর চাই একটা সিদ্ধান্তে পৌছাতে। বোঝাতে পারলাম ?

গনেশবাবু – [ঈষৎ গম্ভীরভাবে] গো এ্যাহেড প্লিজ।

শ্যামল – থ্যাঙ্ক য়ু স্যার। যেটুকু দরকার তা আমার একজন ওভারসীয়ার এসে নিয়ে যাবে। আপনারা কেবল দুজন লোক দেবেন ওকে হেল্প করতে।

শঙ্করবাবু – উঁচু ক্লাসের দুতিনটি উৎসাহী ছাত্র পারবে ? স্যার অনুমতি দিলে এবং আপনার তাতে হলে কোন অসুবিধে হবে না।

শ্যামল – কোন অসুবিধে নেই। জাস্ট কোথায় কি আছে দেখিয়ে দেবে।

গনেশবাবু – ও কে। আমার মত আছে। শঙ্করবাবু আপনি ওদের টিচারদের বলে রাখবেন।

শ্যামল – এখন বলি বিষয়টা আমার কাছে ভালো লাগছে কেন ? প্রথম, আমাদের মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত কোম্পানির একটা সি এস আর বা করপোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি আছে দেশের আইন মোতাবেক। এই কাজ সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি হিসেবে মান্যতা পাবে। ফলে, বিশ ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করতে মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত-র অসুবিধে হবার কথা নয়। মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত-র আমি পার্টনার।

[চা-সহ নৃসিংহবাবু ও রঘুর প্রবেশ।]

নৃসিংহবাবু – এই যে চা নিন। [গনেশবাবুকে, স্যার চা নিন। আন্যান্যদের – তোমরা চা নাও ভাই]

শ্যামল – [চা-তে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে।] এবার দুই নম্বর। সবে শিবপুর থেকে বেরিয়েছি। ক্যাম্পাস ইনটারভিউ শেষ। পকেটে দামী কোম্পানির দামী চাকরির এপয়েনটমেনট লেটার। বেড়াতে গেলাম রাজস্থান, মরুভূমির দেশ। বইতে পড়া, এবার সরেজমিনে দেখব। রাজস্থানে পুরনো জল বাঁচানোর ব্যবস্থা ছিল জোহর, তালাও। তালাও মানে পুকুর। জোহর বোঝাচ্ছি। পাথর অভিজ্ঞতা থেকে একটা নির্দিষ্ট ডিজাইনে সাজিয়ে জলকে প্রতিহত করা।

গনেশবাবু – রিয়েলি ইনটারেসটিং।

শ্যামল – ইয়েস স্যার ইনটারেসটিং। পাহাড়ি কাঁকুরে মাটি। আলোয়ার জেলাতে বছরে ২৫০ থেকে ৩০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয় না। পুরোটাই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে। পাহাড় বৃক্ষশূন্য। বৃষ্টির জল পাহাড় ধুয়ে নামতো। পাহাড়ের টপসয়েল ধুয়ে চলে যেতো বৃষ্টির জল। রেখে যেত কাঁকড়ের পাঁজরা বের করা মাঠ। লোকেরা সেই জল যাবার পথের ওপর সুবিধে মতো জায়গায় মাটি আর পাথর দিয়ে দেওয়ালের গাঁথনি দিতো। বাধা পেতো বৃষ্টির জল সেই দেওয়ালে, থমকে যেত বয়ে যাওয়া মাটি। তৈরি হোল জোহর। বাধা পাওয়া বৃষ্টির জল জোহরের ধারে জমতো। তারপর জল সছিদ্র মাটি দিয়ে চলে যেতো ভূমিগর্ভে। ভেজা সরস নরম মাটিতে ঘাস দেখা দিতো। বৃষ্টির জল ধরে রাখার এই পুরনো রীতি আমি নিজে দেখে এসেছি।

শামিম – এবার আমদের আরও একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য ও পরামর্শ চাই।

শ্যামল – বলুন কি সাহায্য আমি করতে পারি, কি পরামর্শ আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ?

শামিম – আমি দাদুর কাছ থেকে বিঘে দশেক পতিত জমি পেয়েছি। সেই জমিতে একটা পুকুর কাটানোর কথা বিবেচনা করছি। আমাদের এই অঞ্চলে আট-দশটা বড় পুকুর আছে। আছে কম করে ষাটটা বড় বড় ডোবা। প্রচুর জল

বর্ষাকালে। এই পুকুর আর ডোবাগুলোকে একটু সংস্কার করলেই প্রচুর জল গরমের সময় পাবো। বর্ষাকালে জল ধরে রাখতে পারা যাবে।

গনেশবাবু – নৃসিংহবাবু, আপনি আপনার সমস্যার কথাটা বলুন।

নৃসিংহবাবু – হ্যাঁ, বলি স্যার। মাত্র দেড় দিনের বৃষ্টিতে আমার পুকুর ভেসে গিয়েছে। প্রচুর টাকা খরচ করে মাছের চারা ছেড়েছিলাম। সব গিয়েছে। শঙ্করভায়া বলছিল পুকুরের নিয়মিত দেখাশোনা করা, বর্ষার আগে পুকুরকে রেডি করা, পাড় ঠিক করা এসবের অভাবেই আজ এই ক্ষতি। স্যার যদি একটু শলাপরামর্শ দেন কি করতে হবে।

শ্যামল – এখানে দুটো ব্যাপার ভাবাবে আমাদের। এক, নতুন একটা পুকুর কাটব, যেটি আমাদের অন্যান্য কাজের মধ্যে অঞ্চলের বৃষ্টির উদ্বৃত্ত জল যতটা সম্ভব ধরে রাখবে। দুই, অঞ্চলের বর্তমান পুকুর, ডোবা এগুলো দেখা এবং সেগুলোর প্রয়োজন মতো সংস্কার করে সেগুলো যাতে উদ্বৃত্ত জল সংরক্ষণে এই অঞ্চলকে সাহায্য করে সেটা সুনিশ্চিত করা। কি ঠিক বলেছি?

গনেশবাবু – [ঈষৎ গম্ভীরভাবে] প্লিজ গো এ্যাহেড।

শ্যামল – আবার আমি রাজস্থানে ফিরব একবার। বৃষ্টির জল রাজস্থানে দুর্মূল্য বস্তু। সাধারণ মানুষ হাত মিলিয়ে বৃষ্টির জল পুকুরে আনবার ব্যবস্থা করে। পুকুরের পারকে ওরা বলেন পাল। পাল পুকুরের সবচাইতে ইম্পরট্যান্ট পার্ট। মাঠের পরিষ্কার অংশ থেকে বৃষ্টির জল এসে পুকুরে জমে। জমা জল প্রয়োজনে কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়।

নৃসিংহবাবু – [একটা প্রত্যয়ের সাথে] আমরাও ওই বৃষ্টির জল জমাবো, কাজে লাগাবো।

শ্যামল – ঠিক। বুঝলাম ক্ষেতজমির ঢাল বুঝে ও হিসেব করে পাল তৈরি হয়। পালের উচ্চতা কত হলে পালের গোড়া কতটা চওড়া হবে, পালের উচ্চতা আবার পুকুরের মাপ অনুযায়ী হল কিনা, সবের মধ্যেই প্রযুক্তি। এবং সেই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে কে? ভিখুরামজীর মতো বৃদ্ধ - গ্রামের তথাকথিত আনপড় আদমি। আমার মতো বুকিশ এঞ্জিনিয়রকে কান ধরে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট শেখাতে যিনি সক্ষম।

শামিম – আমরাও ভেবেছিলাম নৃসিংহদার পুকুরে পালে গণ্ডগোল। পাল ঠিক হলে কপালে ভাঁজ পড়বে না।

[সবাই হেসে উঠল]

শ্যামল – অনেকটাই, তবে আরও দেখতে হবে। আমার ওভারসীয়ার সেটা দেখবেন। এবার শামিমসাহেবের পুকুর। আর ঠিক এখানেই আমার স্বার্থ।

গনেশবাবু ও আর তিনজন মাষ্টারমশাই একসাথে – স্বার্থ!

শ্যামল – ইয়েস স্যার, স্বার্থ। [একটু থেমে] লেট মি পুট ইট দিস ওয়ে। আমাদের প্রোজেক্টের জন্য কম করেও বেশ কয়েক হাজার কিউবিক মিটার মাটি দরকার। সেটা আমরা কিনব। দাম পার কিউবিক মিটার কত হতে পারে আমাদের আন্দাজ আছে। সেই মাটি আমরা শামিমসাহেবের প্রস্তাবিত পুকুরের জমি থেকে যদি কিনি, তাহলে মাটি কাটা হোল, পুকুর হোল, আবার টাকাও এলো। ঠিক কিনা?

গনেশবাবু – ঠিক। তাহলে সেই ভাবেই এগোনো যাক।

শ্যামল – এখানে আর একটি কথা - একটুখানি তেতো কথা - কিন্তু রেলেভ্যানট্। জমি শামিমসাহেবের। তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ভবিষ্যৎ আমরা কেউ বলতে পারব না। কোন কারণে ভবিষ্যতে শামিমসাহেব বা তাঁর উত্তরাধিকারী কেউ যদি, [একটু জোর পড়বে শব্দটায়] যদি, কেউ পুকুর সেল করে দেন, দেন হোয়াট হ্যাপেনস্? সেই পুকুর ভরাট করে ধরুন মালটিস্টোরিড বিল্ডিং উঠল? তখন?

গনেশবাবু – [চিন্তিত ভাবে] হুম্। তবে? ভবিষ্যৎ ভাবা উচিৎ আমাদের। সেই মতো স্টেপ নিতে হবে।

[একটু নীরবতা]

শামিম – ভাববেন না স্যার। জমি আমি স্কুলকে দান করে দেব, লিখিত ভাবে দেব।

গনেশবাবু – ওয়েল ইন্ দ্যাট কেস্ বিডিও সাহেব এবং স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সাথে আমি কথা বলে দেখব শামিমসাহেব ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা ওই পুকুরে যেন মাছ চাষের অধিকার উইদাউট্ এনি পেমেন্ট অফ্ মানি এন্ড অবলিগেশন্ ভোগ করতে পারেন। [নৃসিংহবাবুকে] কি নৃসিংহবাবু, আপনি তো জমিজমার ব্যাপার বোঝেন, যা বললাম আইনতঃ সম্ভব ?

নৃসিংহবাবু – মনে হচ্ছে এটা আইনতঃ সম্ভব, তবে একজন উকিলের পরামর্শমতো একটা দানপত্র করতে হবে।

শ্যামল – এগজ্যাক্টলি। আমরা মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত-র পক্ষ থেকে ওই পুকুরের ও নৃসিংহবাবুর পুকুরের পাড়, মানে পাল, গভীরতা ইত্যাদি সমস্ত টেকনিক্যাল ব্যাপারে বিনা পারিশ্রমিকে পরামর্শ দেব।

শ্যামল – [একটু কিন্তু কিন্তু করে] বলছিলাম কি আবার একটু চা হলে –

গনেশবাবু – অবশ্যই। নৃসিংহবাবু একটু রঘুকে বলবেন, আমার টেবিলের ওপরেই টি-লিফ প্যাকেট আছে।

নৃসিংহবাবু – আমি দেখছি। [তারপর রঘু, রঘু বলতে বলতে বেরিয়ে যাবেন।]

শঙ্করবাবু – আমরা কি এখন ওব্দি যা আলোচনা হোল তাঁর একটা –

শ্যামল – ঠিক, একটা প্রসিডিং লেখা হোক। ততক্ষণ চা এসে যাবে। আপনিই লিখুন শঙ্করবাবু। ভালো কথা, মনে পড়লো, তাই বলে রাখি। সরকারের ফিশারী ডিপার্টমেন্ট থেকে পুকুরের ডেভেলপমেন্ট ও মাছ চাষের উন্নতির জন্য স্কীম আছে। আপনারা বিডিও সাহেবের সাথে, পঞ্চায়েত প্রধানের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন সাহায্যের জন্য। রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং রিলেটেড হবার জন্য প্রেফারেন্স পেলেও পেতে পারেন।

শামিম – খুব ভালো সাজেশন এটা স্যার।

[একটা উদ্দীপনামূলক সুর]

*****

পঞ্চম দৃশ্য

[সেই একই শনিবারে দ্বিতীয় আধিবেশন, বৃষ্টি নেমেছে। শব্দ শোনা যাবে। স্কুলের স্টাফ রুম, শঙ্কর দলুই, নৃসিংহ সরকার, শামিম আহমেদ, শ্যামল গুপ্ত ও গনেশ সেন]

গনেশবাবু – আবার নামল। ঠিক আছে। আবার আমরা শুরু করি। নৃসিংহবাবু, শঙ্করবাবু আর শামিমসাহেব আপনাদের যা আলোচনা করবার তা করেছেন ও যা জানার ছিল তা জেনে নিয়েছেন। আমরা কিছু দায়িত্ব নিয়েছি তা পালন করবো। মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত কোম্পানি আমাদের কিভাবে কতটা সাহায্য করবেন সেটাও আমরা জেনেছি। আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার। আমদের বিদ্যালয়ে এবং এই অঞ্চলে বৃষ্টির জলকে অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদে পরিণত করবার জন্য মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত কোম্পানির সাহায্যে উদ্যোগী হয়ে আমরা একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চাই। এবার শ্যামল তুমি কিছু বলবে?

শ্যামল - মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত আপনাদের এই উদ্যোগে সামিল হতে পেরে আনন্দিত। আমি আমদের কোম্পানির পক্ষ থেকে আর একটি প্রস্তাব আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখছি। খবরে দেখবেন কাঁসাই নদী থেকে তুলে পানীয় জল মেদিনীপুর শহরে নাকি পৌঁছনো যায় নি প্রয়োজন মতো। যে জলস্তরে পাম্প বসিয়ে শহরকে পানীয় জল সরবরাহ করবার কথা, জলস্তর নেমে যাওয়াতে আসানসোল শহর ধুঁকছে সেই জল না পেয়ে, পড়েছি এক বিখ্যাত পরিবেশকর্মীর বইতে। স্কুলের কুয়োতে বৃষ্টির জল ধরে জলস্তরের উন্নতি করা, শামিমসাহেবের জমিতে পুকুর খুঁড়ে অঞ্চলের বয়ে যাওয়া বৃষ্টির জল যতটা সম্ভব সেই পুকুরে ধরে রাখার সুযোগ তৈরি করবার সাথে, আমার তৃতীয় প্রস্তাব ভূগর্ভস্থ জলস্তরে বৃষ্টির জল কৃত্রিম উপায়ে প্রবেশ করানোর একটা উদ্যোগ আপনাদের স্কুল নিক এবং মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত সেই উদ্যোগে যোগ দিক।

গনেশবাবু – বাট হাউ ? একটু বুঝতে হবে আমাকে। আমাদের সামর্থ্য আছে কি না তৃতীয় প্রস্তাবে যোগ দেবার – ঠিক আছে শুনি।

শ্যামল - শঙ্করবাবু আর শামিমসাহেব যে কাগজ তৈরি করেছেন তা দেখে আমার ধারণা আপনাদের ইংরেজি এল্ শেপের বাড়ি পুব-দক্ষিণমুখো এবং দুটো বাহু যেখানে মিলেছে সেখানে ছাদ থেকে বেরুবার দুটো রেন ওয়াটার পাইপ নেমেছে। এই পাইপ বেয়ে নামা বৃষ্টির জল আমরা ভূগর্ভস্থ জলস্তরে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে চাই এবং এই কাজের পুরো খরচ মীরচন্দানী এন্ড গুপ্ত বহন করবে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া, জলস্তরের জলের গুণগত মান বাড়বে। ওই দুটো পাইপের জল বয়ে যাবার সময় খুব সম্ভবত আপনাদের একটা রাস্তা ডুবোয় আর যে সব্জি বাগান করেছেন খুব সম্ভবত তার ক্ষতি করে। অন্তত এই কাগজ দেখে মনে হচ্ছে আমার।

[উপস্থিত আর সবাই বলবেন, ঠিক ঠিক]

নৃসিংহবাবু – আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম হেডমাষ্টারমশাই ?

গনেশবাবু – হোয়াই ? মিসেস সরকারের ?

শ্যামল – আপনারা আপনাদের সুবিধে মতো দুজন টিচারকে নোডাল অফিসার করে আমাদের জানিয়ে দেবেন। আমরা কেবল ওই দুজনের সাথে লিয়াঁজ করব। আগামী শুক্রবার বেলা এগারোটার মধ্যে মিঃ মানস ভট্টাচার্য নামে আমাদের একজন ওভারসীয়র আসবেন। আমি প্রস্তাব করছি আগামী তিন মাসের মধ্যে প্রজেক্ট কমপ্লিট করবো আমরা। ঠিক আছে? স্যার, এবার লাস্ট রাউন্ড চা!

[একটা উদ্দীপনামূলক সুর]

*****

ষষ্ঠ দৃশ্য

[আকাশবাণী, কলকাতা থেকে প্রচারিত সংবাদ ভেসে আসে]

সংবাদপাঠিকা - ---- খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল। আজকের বিশেষ বিশেষ খবর। গোপীবল্লভপুরের শান্তনীড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বৃষ্টির জল ধরো, জল ভরো প্রতিযোগিতায় প্রথম নির্বাচিত। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীগনেশ সেন বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত। স্মরণ থাকতে পারে শান্তনীড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবার শ্রেষ্ঠ নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে।

[একটা উদ্দীপনামূলক সুর বেজে উঠবে]

[সমাপ্ত]